

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ভাঙচুর

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি •

সংগঠনের সভাপতির মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের অভিযোগে গতকাল সোমবার ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভাঙচুর, সড়ক অবরোধ ও প্রশাসন ভবনে তালী খুলিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ জেলা ছাত্রলীগের ওপর দোষ চাপিয়েছে। এর আওতে ক্যাম্পাসে সংগঠনটির আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীর অভিযোগ, গত রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোর্শেদুজ্জামান খানের মোটরসাইকেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ মোড় এলাকায় খেতে যান সহসভাপতি রিপন শেখ। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও জেলা ছাত্রলীগের কর্মী মহিনউদ্দিন সোহাগ অস্ত্রের মুখে মোটরসাইকেল ছিনতাই করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, এই অভিযোগের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা গতকাল সকাল থেকে ক্যাম্পাসে কয়েক দফা মহড়া দেন। তারা এ সময় একটি মাইক্রোবাস, কয়েকটি অটোরিকশা, টেম্পো ও রিকশা ভাঙচুর করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে রাস্তায় ইট ও গাছের গুঁড়ি ফেলে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন। একপর্যায়ে সকাল ১০টার দিকে প্রশাসন ভবনে তালী খুলিয়ে দেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সিডিকেটের সভায় যোগ দিতে সদস্যরা প্রশাসন ভবনে এলে তারা সেটি তালাবন্ধ দেখে সেখানে থাকা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের খুলে দিতে বলেন। এরপর নেতা-কর্মীরা তালী খুলে দেন। পরে সদস্যরা ভবনে ঢুকলে ফের তালী লাগিয়ে গুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। এরপর বেলা তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে ছিনতাইয়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে তালী খুলে নেওয়া হয়।

ঘটনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মোর্শেদুজ্জামান দাবি করেন, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে নিরাপত্তাকর্মীর কাছে ছিনতাই করা মোটরসাইকেলটি দিয়ে গেছে সোহাগ। ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে জসিম উদ্দিনের প্রত্যক্ষ মদদে তার সমর্থকেরা এসব কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে সোহাগের মুঠোফোনে বেশ কয়েকবার ফোন করলেও তিনি তা ধরেননি। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জসিম উদ্দিন।

মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখার প্রধান মহিউদ্দিন হাওলাদার গতকাল ময়মনসিংহ কোডোয়ালি থানায় একটি মামলা করেছেন। এতে সোহাগ ও তার দুই সহযোগী মো. ইব্রাহিম ও মো. রনিকে আসামি করা হয়েছে।

প্রতির এ কে এম জাকির হোসেন পিকেলে বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ক্যাম্পাস এখন শান্ত।